নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২৬-০৭-২০২৩ (পৃঃ ০২)

খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে সরকার সব রকমের প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে ॥ কৃষিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সব রকমের প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে হলে কৃষি- খাদ্য ব্যবস্থাকে রূপান্তর করে যুগোপযোগী করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

মঙ্গলবার রোমের স্থানীয় সময় সকালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তরে চলমান ইউএন ফুড সিস্টেমস সামিটের কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তর শীর্ষক প্লেনারি সেশনে প্যানেলিস্ট হিসেবে প্রদত্ত বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষিতে বিশাল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে সরকার। এত বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি সারা বিশ্বেই বিরল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অনেক বেশি ভর্তুকি দিচ্ছি। ভবিষ্যতেও এই ভর্তুকি অব্যাহত রাখবে বাংলাদেশ সরকার।

তিনি বলেন, কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরে বাংলাদেশ সরকার সমন্বিত বিশাল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষি উৎপাদন আরও বৃদ্ধিকরণ, বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, জলবায়ু সহনশীল কৃষি গড়ে তোলা ও কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে ৭২০০ কোটি টাকার পার্টনার প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। এফএও এর কাছ থেকেও সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে।

ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হওয়ায় তলাবিহীন দেশ এখন উন্নত বিশ্বের কাতারে। বিশ্ব আমাদেরকে রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করে। আর এক্ষেত্রে কৃষির বিরাট অবদান রয়েছে।

The Daily Star
Journalism Without Fear or Favour

Bangladesh-Bangabandhu Room opened at FAO HQ

UNB, *Rome*

The Bangladesh-Bangabandhu Sheikh Mujib Room was inaugurated on Monday at the headquarters of Food and Agriculture Organization (FAO) in Rome.

Prime Minister Sheikh Hasina, who is now in Rome to attend the UN Food Systems Summit+2 Stocktaking Moment (UNFSS+2), inaugurated the room. FAO Director-General QU Dongyu was present at the event.

The establishment of the room marks the celebration of the 100th birth anniversary of Bangabandhu.

The prime minister said that her country is delighted to have a little piece of Bangladesh inside the FAO Headquarters.

She said Bangladesh became a member of FAO in 1973 under the guidance of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

This room also stands for the 50 years of excellent partnership between Bangladesh and FAO, she added.

The newly furnished room shows an image of Bangabandhu, depicted in a paddy field by one of Bangladesh's farmers. This artistic work was done during the "Mujib Year" -- Bangabandhu's birth centenary observed in 2020-21.

26/07/2023 | Main Edition | Page : 03
Source : https://epaper.thedailystar.net/

যায়যায়দিন

তারিখঃ ২৬-০৭-২০২৩ (পৃঃ ০৬)

খাদ্য সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ৫ প্রস্তাব

যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে

সাম্প্রতিক সময়ে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি বারবার আলোচনায় আসছে। এমনকি বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাপক ঝুঁকিতে পড়েছে বলেও আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা। ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।' মূলত সোমবার জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সদর দপ্তরে জাতিসংঘের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আর এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী টেকসই, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ খাদ্য সম্মেলনে পাঁচ দফা প্রস্তাবও পেশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আমরা বলতে চাই, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা- টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করার যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা আমলে নিতে হবে। একইসঙ্গে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বিশ্ব নেতৃত্ব এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণও জরুরি। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী টেকসই, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ খাদ্য সম্মেলনে যে পাঁচ দফা প্রস্তাব পেশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সেগুলো হলো- আর্থিক প্রণোদনা, খাদ্য ও সার রপ্তানির বিধি-নিষেধগুলো তুলে নেওয়া, বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, প্রযুক্তি বিনিময়, খাদ্য অপচয় রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। প্রধানমন্ত্রী এটাও বলেছেন, বৈশ্বিকভাবে ৬৯০ মিলিয়ন মানুষ এখনো অপুষ্টিতে ভুগছে, প্রায় ২ বিলিয়ন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নেই এবং প্রায় ৩ বিলিয়ন মানুষ সুষম খাবার থেকে বঞ্চিত। সঙ্গত কারণেই সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে পাঁচ প্রস্তাব তুলে ধরেছেন সেগুলো আমলে নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি বলেই প্রতীয়মান হয়।

আমরা বলতে চাই, একদিকে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ পৃথিবীকে প্রায় স্থবির করে তুলেছিল, এরপর যখন বিশ্ব প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসছিল তখন ইউক্রেন যুদ্ধ পৃথিবীকে নতুন করে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করায়। ইউক্রেন যুদ্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার ফলে সৃষ্ট খাদ্য, সার, জ্বালানি ও আর্থিক সংকট বিশ্বজুড়ে ক্ষুধা ও অপুষ্টির সমস্যাকে ঘনীভূত করেছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। ফলে সৃষ্ট সংকট দূর করতে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প নেই বলেই আমরা মনে করি।

এছাড়া সংশ্লিষ্টদের আমলে নেওয়া দরকার, সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পুষ্টিকর খাবার সংগ্রহের অক্ষমতার জন্য কৃষি ও খাদ্যপণ্যের মূল্যই একমাত্র প্রতিবন্ধকতা নয়। তিনি এটাও তুলে ধরেছেন যে, সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরা বিশ্বব্যাপী টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে পারব। সঙ্গত কারণেই বিশ্ব নেতৃত্ব ও সংশ্লিষ্টদের সার্বিক বিষয় আমলে নিতে হবে।

এটাও লক্ষণীয়, কৃষিতে বাংলাদেশের সফলতার কথা তুলে ধরে বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেছেন, '২০০৯ সালে আমাদের সরকার যখন দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হয় তখন আবার ২৬ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি দিয়ে শুরু করি।' এছাড়া কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভর্তুকি প্রদান, ১০ টাকায় কৃষকের জন্য ব্যাংক হিসাব চালুকরণ, শৃঙ্খলাপূর্ণ সার বিতরণ ব্যবস্থাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা বিষয়টিও উল্লেখ করেন, আর এসব নানামুখী পদক্ষেপের ফলে ২০১৩ সালের মধ্যে শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই নয় বরং খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আলোকপাত করেন।

সর্বোপরি আমরা বলতে চাই, বৈশ্বিকভাবে যে চরম ঝুঁকিতে পড়েছে খাদ্য নিরাপত্তা- এটি যেমন আমলে নিতে হবে, তেমনি টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করার বিষয়টিসহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে পাঁচটি প্রস্তাব পেশ করেছেন- সেগুলো আমলে নিয়ে বিশ্ব নেতৃত্ব ও সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এমনটি কাম্য।